Lecture no -11
বিষয়ঃ যুক্তিবিদ্যা
অধ্যায়-২য়

যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা সাথে সর্ম্পক লিখ

যুক্তিবিদ্যা	নীতিবিদ্যা
১, অশুদ্ধ যুক্তি থেকে শুদ্ধ যুক্তিতে আসার মানসিক প্রক্রিয়াকে যুক্তিবিদ্যা বলে।	১, সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভাল-মন্দ, উচিৎ- অনুচিৎ প্রভৃতি নিয়ে যে বিদ্যা আলোচনা করে তাকে নীতিবিদ্যা বলে।
২, যুক্তিবিদ্যা যুক্তি, অনুমান প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।	২, নীতিবিদ্যা মানুষের ভাল-মন্দ, উচিৎ অনুচিৎ নিয়ে আলোচনা করে।
৩, যুক্তিবিদ্যার পরিধি ছোট।	৩, নীতিবিদ্যার পরিধি সুবিশাল।
৪, যুক্তিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখা	৪, দর্শন স্বতন্ত্র একটি বিষয়।
৫,	৫,

প্রশ্ন ১১। 'সৌন্দর্য বিষয়ক বিজ্ঞান' বলতে কী বোঝায়? [ব. বো. '১৭]

উত্তর: সৌন্দর্য বিষয়ক বিজ্ঞান বলতে নন্দনতত্ত্বকে বোঝায়। নন্দনতত্ত্বে সৌন্দর্য বিষয়ক আলোচনা করা হয়। সৌন্দর্যের নির্মল অনুভূতি ও শিল্পের সাবলীল রসাস্বাদনই হলো এ বিদ্যার আলোচ্য ক্ষেত্র। তাই নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্য বিষয়ক বিজ্ঞান।

প্রশ্ন ১২। যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

[ঢা. বো. '১৭, কু. বো. '১৭, চ. বো. '১৭, ব. বো. '১৯, দি. বো. '১৬]

উত্তর: চিন্তা, আকার ও উপাত্ত নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিবিদ্যার কাজে। তাই 'চিন্তা' হলো সকল কাজ ও গবেষণার ভিত্তি। তাই চিন্তা পদ্ধতি সঠিক না হলে অর্থাৎ সঠিকভাবে চিন্তা করতে না পারলে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই চিন্তাকে সঠিক করার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা বা বিজ্ঞান প্রয়োজন। আর যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তাকে সুশৃঙ্খল করার বিদ্যা। তাই যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ১৩। যুক্তিবিদ্যা কোন ধরণের বিজ্ঞান? [য. বো. '১৭]

উত্তর: যুক্তিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কোনো আর্দশের বিত্তিতে বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করে তাকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। যুক্তিবিদ্যা আদর্শের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর মান নির্ধারণ করে। আর যুক্তিবিদ্যার এ আদর্শ হলো সত্যের আদর্শ। সত্যের আদর্শ অনুযায়ী যুক্তিবিদ্যা বৈধ যুক্তিপদ্ধতির নিয়মাবলি আবিষ্কার করে এবং এ নিয়মাবলির আলোকে সেগুলোর মূল্য নিরূপন করে। তাই যুক্তিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।